ইত্তেফাক

CCG

তারিখ 27 OCT 1985
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার, ১০ই কার্তিক, ১৩৯২

এইচ এস সি পরীক্ষার ফলাফল

দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে ১৯৮৫ সনের এইচ এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। পাসের হার শতকরা ৫১ দশমিক ৪১। অর্থাৎ এক লক্ষ ৮০ হাজার ২২৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করিয়াছে ৯২ হাজার ৬৭০ জন। এবার পরীক্ষায় সর্বাধিক নম্বর পাইয়াছে রাজশাহী বোর্ডের প্রথম স্থান অধিকারী লিটন। তাহার প্রাপ্ত নম্বর হইল ৯৩৮। অবশ্য এইচ এস সি পরীক্ষায় সর্বাধিক নম্বর প্রাপ্তির রেকর্ড হইল ৯৫৩, সন ১৯৮৩। এবারের পরীক্ষায় সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় অভাবিত কিছু ঘটে নাই। ১৯৮৩ সনের এস এস সি পরীক্ষায় যাহারা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে তালিকাভুক্ত ছিল এই এইচ এস সি পরীক্ষায় তাহারাই আবার শিরোনামে আসিয়াছে। হয়তো অবস্থানের একটু হেরফের হইয়াছে, কিন্তু যোগ্যতার মাপকাঠিতে তাহারা যথাযোগ্যভাবেই পুরস্কৃত হইয়াছে এ কথা বলা যায়। এইচ এস সি পরীক্ষায় এবার পাসের দিকের পাল্লাটা সামান্য একটু ভারী। কিন্তু এই যে ৯২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বোর্ডের বেড়া অতিক্রম করিয়া গেল ইহাদের মধ্যে কতজন উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাইবে? স্থান সঙ্কুলান না হইবার কারণে হয়তো ইহাদের মধ্যকার একটা বিরাট অংশকে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিতে হইবে। ঠিক তেমনি যে প্রায় অর্ধেকসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তার অন্ধকারটি একটু বেশী ঘন। অবশ্য ইহা অনিবার্য এবং ইহাকে এড়াইবার কোন উপায় শিক্ষা ব্যবস্থা বা কাঠামোতে নাই। কাজেই পরীক্ষায় পাস-ফেল থাকিবে যেমন থাকে প্রতিযোগিতায় হার-জিত। প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সে তাহার জীবনকে সাজায়, জীবনের ছক রচনা করে। তাহার ব্যর্থতা-সফলতার মধ্য দিয়া সেই ছক, সেই লক্ষ্য পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত-পরিশীলিত হয়। এই ব্যর্থতা-সফলতার মাপকাঠি হইতেছে এই সমস্ত পরীক্ষা। আজ যাহারা এই পরীক্ষায় ভালো ফল করিয়াছে, তাহাদের যেমন ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য সতর্কভাবে পা ফেলিতে হইবে ঠিক তেমনি আজ যাহারা পরীক্ষায় ভালো ফল করিতে পারে নাই তাহাদিগকেও সতর্কতার সহিত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করিতে হইবে।

অবশ্য একটা কথা এক্ষেত্রে বলিয়া রাখা উচিত যে, কতিপয় নামকরা কলেজের মুষ্টিমেয় ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় অধিষ্ঠানই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির পরিমাপযন্ত্র নয়। অনিশ্চয়তার আবর্তে নিক্ষিপ্ত বিশাল শিক্ষার্থী সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত দুর্বল কাঠামোকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করিতেছে। পাস না করা কেবল শিক্ষক-ছাত্রেরই দোষ নয়, ইহার জন্য যে যে কারণগুলি দায়ী উহারও সঠিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন হওয়া উচিত। কেন, কিভাবে ও কি অবস্থায় একজন ছাত্রকে ফেলের গ্লানি বহন করিতে হয় তাহা কেবল ছাত্র-শিক্ষকেরই অনুসন্ধানের ব্যাপার হইতে পারে না, গোটা সমাজেরই উচিত উহার উত্তর অন্বেষণ করা। আমরা এই কথাটি শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলকে হৃদয়ঙ্গম করার অনুরোধ জানাই।

পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও মিষ্টি কেনার ধুম যেমন সত্য, তেমনি সত্য অন্যদিকে দুঃখ, বেদনা, পরাজয়ের গ্লানি এমনকি আত্মহত্যা পর্যন্ত। এই বাস্তবতার মধ্য দিয়াই দেশের লেখাপড়া হইতেছে, পরীক্ষা চলিতেছে এবং পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হইতেছে। বাস্তবতার এই দিকটির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টিপাতের পরও আমরা বলিতে চাই সাফল্য, মেধা ও কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে আনন্দের ব্যাপার এবং প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু অসংখ্য ব্যর্থতা ও অসাফল্যের প্রাবল্যে দুই-চারিটি সাফল্য ও সার্থকতার আনন্দও চাপা পড়িয়া যায় কিনা, উহা আজ সুক্ষ্মভাবে চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখিতে হইবে।